

সূরা ৪৪ : দুখান, মাক্কী

٤٤ - سورة الدخان، مَكِّيَّة

(আয়াত ৫৯, রুকু ৩)

(آيَاتُهَا : ٥٩ رُكُوعَاتُهَا : ٣)

মুসনাদ বাযযারে আবু তুফাইল আমির ইব্ন ওয়াসিলাহ (রহঃ) থেকে, তিনি যায়িদ ইব্ন হারিসাহ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন সাইয়াদকে বলেন : আমি মনে মনে কিছু গোপন রেখেছি, তুমি কি বলতে পার তা কি? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার (সাইয়াদের) থেকে যা গোপন রেখেছিলেন তা ছিল সূরা দুখান। সাইয়াদ উত্তরে বলল : আদ দুখ। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : তুমি ধ্বংস হও! আল্লাহ যা চান তাই হয়। (তাবারী ৫/৮৮) এ হাদীসটির বর্ণনার ব্যাপারে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। সাইয়াদের ব্যাপারে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) যে বর্ণনা করেছেন তাতে সূরার নাম উল্লেখ করা হয়নি। (বুখারী ১৩৫৪, মুসলিম ৭৩৪৫)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
১। হা মীম।	١. حم
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের।	٢. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
৩। আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি এক মুবারাক রাতে, আমিতো সতর্ককারী।	٣. إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ
৪। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয় -	٤. فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
৫। আমার আদেশক্রমে; আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি -	٥. أَمْرًا مِّنْ عِنْدِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا

	مُرْسَلِينَ
৬। তোমার রবের অনুগ্রহ স্বরূপ, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ -	٦. رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
৭। যিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী এবং ওগুলির মধ্যস্থিত সব কিছুর রাক্ষ - যদি তোমরা নিশ্চিত বিশ্বাসী হও।	٧. رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ
৮। তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনিই তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরও রাক্ষ।	٨. لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

লাইলাতুল কাদরে কুরআন নাযিল হয়েছে

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, এই কুরআনুল কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাতে অর্থাৎ কাদরের রাতে অবতীর্ণ করেন। যেমন তিনি বলেছেন :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে। (সূরা কাদর, ৯৭ : ১)
অর্থাৎ ইহা নাযিল হয়েছিল রামাযান মাসে। অন্য জায়গায় রয়েছে :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

রামাযান মাস, যে মাসে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৮৫) সূরা বাকারায় এর তাফসীর আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই।

কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারাক রাতে কুরআনুল কারীম

অবতীর্ণ হয় তা হল শা'বান মাসের ১৫তম রাত। কিন্তু এটা সরাসরি কষ্টকর উক্তি। কেননা কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার আয়াত দ্বারা কুরআন রামায়ান মাসে নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে, যা পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা প্রমাণিত। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, শা'বান মাসের ১৫ তারিখ থেকে পরবর্তী শা'বান মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করা হয়, যেমন ভাগ্যের ভাল-মন্দ, চাকরী প্রাপ্তি, আয়-উপার্জন, বিয়ে, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করা ইত্যাদিও নির্ধারিত হয়, ঐ হাদীস মুরসাল। এ ধরনের হাদীস দ্বারা কুরআনুল হাকীমের স্পষ্ট আয়াতের বিরোধিতা করার কোন সুযোগ নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ আমি সতর্ককারী। অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও মন্দ এবং পাপ ও সাওয়াব সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শারীয়াতের জ্ঞান লাভ করতে পারে।

فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ এই রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ লাউহে মাহফূয হতে লেখক মালাইকা/ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন বয়স, জীবিকা এবং পরবর্তী বছর পর্যন্ত যা ঘটবে ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। ইব্ন উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

(তাবারী ২২/৯) حَكِيم শব্দের অর্থ হল মুহকাম বা মযবূত, যার পরিবর্তন নেই, সবই আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। তিনি রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তাঁরা তাঁর নিদর্শনাবলী তাঁর বান্দাদেরকে শুনিয়ে দেন, যেগুলি আল্লাহ সুবহানাহুর আদেশে, অনুমোদনে এবং জ্ঞাতেই হয়ে থাকে।

إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ আমি রাসূল প্রেরণ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা নাবীদেরকে (আঃ) মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনাতে যা তাদের জানা খুবই প্রয়োজন।

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ এটা জগতসমূহের রাব্ব আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ, যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুরই রাব্ব এবং সবকিছুরই অধিকর্তা। সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই। মানুষ যদি বিশ্বাসী হয় তাহলে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا তিনিই একমাত্র মা'বুদ। তিনি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই। তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। তিনিই তোমাদের রাব্ব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রাব্ব। এ আয়াতটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের উক্তির মত :

قُلْ يَتَّيِّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ

বল : হে মানবমন্ডলী! আমি তোমাদের সকলের জন্য সেই আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি আকাশ ও ভূ-মন্ডলের সার্বভৌম একচ্ছত্র মালিক, তিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৫৮)

৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে।	۹. بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ
১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূম্রাচ্ছন্ন হবে আকাশ।	۱۰. فَأَرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ
১১। এবং তা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।	۱۱. يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
১২। তখন তারা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব।	۱۲. رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো	۱۳. أَنِي لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ

এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল;	جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ
১৪। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে : সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল।	۱۴. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ
১৫। আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।	۱۵. إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنْكُمْ عَادِدُونَ
১৬। যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই।	۱۶. يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ

কাফিরদেরকে ঐ দিনের সাবধান করা হচ্ছে

যেদিন আকাশ ধূমপুঞ্জে ছেয়ে যাবে

আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে সতর্ক করে বলেন :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ সত্য এসে গেছে, অথচ এই মুশরিকরা এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগ্ন রয়েছে! সুতরাং হে নাবী! তুমি তাদেরকে ঐ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যে দিন আকাশ হতে ভীষণ ধূম আসতে দেখা যাবে।

মাসরূক (রহঃ) বলেন : একদা আমরা কুফার মাসজিদে গেলাম যা কিনদাহর প্রবেশের পথে রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি সেখানে এ আয়াতটি তার সাথীদের পাঠ করে শোনান এবং বলেন যে, এই আয়াতে যে ধূমের বর্ণনা রয়েছে এর দ্বারা ঐ ধূমকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামাতের দিন মুনাফিকদের বধির ও অন্ধ করে দিবে এবং মু'মিনদের সর্দি হওয়ার মত অবস্থা হবে। আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে ইব্ন মাসউদের (রাঃ) নিকট গমন করি এবং ঐ লোকটির বক্তব্য তাঁর সামনে পেশ করি। তিনি ঐ সময় শায়িত অবস্থায়

ছিলেন। এ কথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন : আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ

বল : আমি এর জন্য তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা এবং যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই। (সূরা সাদ, ৩৮ : ৮৬) জেনে রেখ যে, মানুষ যা জানেনা তার ‘আল্লাহই খুব ভাল জানেন’ এ কথা বলে দেয়াও একটা ইল্ম। আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে শোন। যখন কুরাইশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কষ্ট দিতে থাকল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের উপর বদ দু‘আ করলেন যে, ইউসুফের (আঃ) যুগের মত বছরের পর বছর দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দু‘আ কবুল করলেন এবং তাদের উপর এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হল যে, তারা হাড় ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করল। তারা আকাশের দিকে তাকাত। কিন্তু ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৫)

অন্য একটি রিওয়াযাতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিত। তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে ধূম্র ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতনা। (মুসলিম ৪/২১৫৬) কিন্তু এরপর যখন জনগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাযির হয়ে মুযার গোত্রের দুরাবস্থার কথা প্রকাশ করল তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা‘আলার নিকট বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করলেন।

অতঃপর إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আমি তোমাদের শাস্তি কিছু কালের জন্য রহিত করছি, তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এ আয়াতটি নাযিল হয়। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : তোমরা কি মনে কর যে, কিয়ামাত দিবসে তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নেয়া হবে? আসলে তাদেরকে দেয়া এক ধরনের শাস্তির ব্যাপারে তারা যখন কিছুটা ধাতস্থ হবে তখন তাদেরকে অন্য ধরনের শাস্তি প্রদান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। তিনি (ইব্ন

মাসউদ (রাঃ)) বলেন : এখানে বদর দিবসের কথা বলা হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) আরও বলেন : পাঁচটি জিনিস সংঘটিত হয়েছে। (এক) ধূম অর্থাৎ আকাশ হতে ধূম আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের পরাজয়ের পর পুনরায় তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, (চার) পাকড়াও অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং (পাঁচ) লিয়াম অর্থাৎ খোঁচাদাতা শাস্তি। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩৪, আহমাদ ১/৩৮০, তিরমিযী ৯/১৩৩, নাসাঈ ৬/৪৫৫, তাবারী ২২/১৩, ১৪)

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) ধূম দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন সেই ব্যাপারে মুজাহিদ (রহঃ), আবুল আলিয়া (রহঃ), ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), আতিয়া আউফী (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজনেরাও একই মত পোষণ করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। (তাবারী ২২/১৬)

আবু সারিহাহ (রহঃ) হুযাইফা ইব্ন আসিদ আল গিফারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন : আমরা একদা কিয়ামাত সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কক্ষ থেকে আমাদেরকে দেখছিলেন। তিনি আমাদেরকে বললেন : যত দিন তোমরা দশটি আলামত দেখতে না পাবে তত দিন কিয়ামাত সংঘটিত হবেনা। ওগুলো হল : সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, ধূম, দাব্বাতুল আর্দ, ইয়াজ্জু মা’জুজের আগমন, ঈসার (আঃ) আগমন, দাজ্জালের আগমন; পূর্বে, পশ্চিমে ও আরাব উপদ্বীপে তিনটি ভূমিকম্প হওয়া এবং আদন হতে আগুন বের হয়ে জনগণকে হাঁকিয়ে নিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা। লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে ঐ আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম নিবে সেখানে ঐ আগুনও থাকবে। (মুসলিম ৪/২২২৫)

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِينٍ এ আয়াতটি স্বীয় অন্তরে গোপন রেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন সাইয়াদকে বলেছিলেন : আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি বলতো? সে উত্তরে বলে : دُحٌّ রেখেছেন। তিনি তখন তাকে বলেন : তুমি ধ্বংস হও। তুমি চাইলেও তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী আর সামনে আগ বাড়াতে পারবেনা। তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর অন্তরে যে কথাটি গোপন রেখেছিলেন তা হল :

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ। তিনি বললেন : কুরআনের যে আয়াতের অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তা এর পূর্বে বর্ণিত হাদীসের (ফাতহুল বারী ৩/২৫৮, মুসলিম ৪/২২৪০) অংশ নয়। যা হোক, এতেও এক প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্য অপেক্ষা করার সময় বাকী রয়েছে। ইব্ন সাইয়াদ ছিল একজন জোতিষী বা ভবিষ্যৎ বক্তা। সে জিন-শাইতানের কাছ থেকে যা শুনতে পেত তা মানুষকে বলত। তার বক্তব্য ছিল এলোমেলো-আগোছালো। তাই সে বলল : আদ দুখ অর্থাৎ ধূম। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন যে, সে তার খবরের সূত্র কোথা থেকে পাচ্ছে অর্থাৎ শাইতান থেকে, তখন তিনি বললেন : তুমি ধ্বংস হও। তুমি এর পরে আর সামনে অগ্রসর হতে পারবেনা। মারফু’ হাদীসসমূহেও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধূম কিয়ামাতের একটি আলামত, যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে। কুরআনুল হাকীমের বাহ্যিক শব্দও এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ অতএব তুমি অপেক্ষা কর সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট ধূমাচ্ছন্ন হবে আকাশ। কেননা কুরআনে একে স্পষ্ট ধূম বলা হয়েছে, যা সবাই দেখতে পায়। আর আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেন : ‘কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধূমের দ্বারা’ এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয়। কেননা এটাতো একটা কাল্পনিক জিনিস।

অতঃপর তিনি يَغْشَى النَّاسَ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেন : এটা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে। এ উক্তিটিও এ ব্যাপারে পক্ষ সমর্থন করে। কেননা ক্ষুধার ঐ ধোঁয়া শুধু মাক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল। কিন্তু এখানে বলা হয়েছে দুনিয়ার সমস্ত লোককে ধূমাচ্ছন্ন করে ফেলবে। এরপর ঘোষিত হচ্ছে :

هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অর্থাৎ তাদেরকে এটা ধমক ও তিরস্কার হিসাবে বলা হবে। যেমন মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

يَوْمَ يَدْعُوكَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً. هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করত। (সূরা তুর, ৫২)

: ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিরেরা নিজেরাই একে অপরকে এই কথা বলবে। এরপর ইরশাদ হচ্ছে, তখন তারা বলবে :

رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ
হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনব। অর্থাৎ কাফিরেরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন করবে। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يُفُفُّوْا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَلَيْتُنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

তুমি যদি তাদের সেই সময়ের অবস্থাটি অবলোকন করতে যখন তাদেরকে জাহান্নামের কিনারায় দাঁড় করানো হবে। তখন তারা বলবে : হায়! কতই না ভাল হত আমরা যদি আবার দুনিয়ায় ফিরে যেতে পারতাম, আমরা সেখানে আমাদের রবের নিদর্শনসমূহকে অবিশ্বাস করতামনা এবং আমরা ঈমানদার হয়ে যেতাম! (সূরা আন'আম, ৬ : ২৭) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّحِبِّ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرَّسُولَ ۖ أُولَٰئِكَ تَكُوْنُوا أَقْسَمْتُمْ مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ

যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেদিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক কর। তখন যালিমরা বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমাদের কিছুকালের জন্য অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিব এবং রাসূলদের অনুসরণ করবই। তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, তোমাদের পতন নেই? (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ৪৪) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَنَّىٰ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُوْلٌ مُّبِيْنٌ. ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُوْنٌ
তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের নিকটতো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাকারী এক রাসূল। অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে বলে : সেতো শিখানো বুলি বলছে, সেতো এক পাগল। যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرُ

সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলদ্ধি করবে, কিন্তু এই উপলদ্ধি তার কি করে কাজে আসবে? (সূরা ফাজ্র, ৮৯ : ২৩) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فِرْعَوْنُ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا ءَاَمَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ

তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত বিহ্বল হয়ে পড়বে! তারা অব্যাহতি পাবেনা এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবে : আমরা তাঁকে বিশ্বাস করলাম। কিন্তু এত দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে কিরূপে? (সূরা সাবা, ৩৪ : ৫১-৫২) এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّا كَاشَفُو الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্য রহিত করছি, কিন্তু তোমরাতো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। প্রথম অর্থ : মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিই তাহলে সেখানে গিয়ে আবার তোমরা ঐ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছ। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ ضُرٌّ لَّالْجُؤُا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

আমি তাদের উপর দয়া করলেও এবং তাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করলেও তারা অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে থাকবে। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৭৫) যেমন অন্যত্র বলেন :

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوا لِمَا هُمْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ

আর যদি তাদেরকে সাবেক পার্থিব জীবনে ফিরে যেতেও দেয়া হয়, তবুও যা করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল তারা তা'ই করবে, নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৮)

দ্বিতীয় অর্থ : যদি শাস্তির উপকরণ কয়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্য শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবেনা। এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়না যে, তাদের উপর আযাব এসে যাওয়ার পর আবার সরে যায়।

‘প্রবলভাবে পাকড়াও করা’ এর অর্থ

يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنتَقِمُونَ যেদিন আমি তোমাদেরকে প্রবলভাবে পাকড়াও করব সেদিন আমি তোমাদেরকে শাস্তি দিবই। প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। ইব্ন মাসউদ (রাঃ) بَطْشَةٌ এর অর্থ করেছেন বদর দিবস। (তাবারী ২২/২২) সালাফগণের একটি বিরাট দল ইব্ন মাসউদের (রাঃ) ব্যাখ্যাকে সমর্থন করেছেন। ইব্ন আব্বাসও (রাঃ) অনুরূপ বলেছেন যা আল আউফী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২২) উবাই ইব্ন কা'বও (রাঃ) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/২৩) এটি বদরের দিনও হতে পারে। তবে বর্ণনার ধারাবাহিকতায় মনে হচ্ছে যে, এটি হচ্ছে কিয়ামাত দিবস, যদিও বদরের দিনও কাফিরদের জন্য ছিল প্রতিশোধের স্বাদ গ্রহণ করার একটি ভীষন দুর্দিন।

ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইয়াকূব (রহঃ) আমার কাছে বলেছেন : ইব্ন উলাইয়াহ (রহঃ) আমার কাছে বর্ণনা করেছেন : খালিদ আল হায্যায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি ইকরিমাহ (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন : ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বলেছেন যে, প্রবল পাকড়াওয়ের দিন হচ্ছে বদরের দিন। কিন্তু আমি বলি যে, উহা হল কিয়ামাত দিবস। তিনি বলেন যে, এর বর্ণনাধারা সহীহ। ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান (রহঃ) বলেন যে, তার কাছ থেকে যে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায় তার মধ্যে এটিই অধিক সহীহ। আল্লাহই এ ব্যাপারে অধিক ভাল জানেন।

<p>১৭। এদের পূর্বে আমি ফির'আউন সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করেছিলাম এবং তাদের নিকটও এসেছিল এক মহান রাসূল।</p>	<p>۱۷. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ</p>
<p>১৮। সে বলল : আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার নিকট প্রত্যর্পণ কর। আমি</p>	<p>۱۸. أَن أَدْوَأَ إِلَىٰ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّي</p>

তোমাদের জন্য এক বিশ্বস্ত রাসূল।	لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ
১৯। এবং তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে উদ্ধত হইয়ানা, আমি তোমাদের নিকট উপস্থিত করছি স্পষ্ট প্রমাণ।	۱۹. وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي ؕ ءَاتِيكُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ
২০। তোমরা যাতে আমাকে প্রস্তরা-ঘাতে হত্যা করতে না পার তজ্জন্য আমি আমার রাব্ব ও তোমাদের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি।	۲۰. وَإِنِّي عٰذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ
২১। যদি তোমরা আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন না কর তাহলে তোমরা আমা হতে দূরে থাক।	۲۱. وَإِنْ لَّمْ تُوْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ
২২। অতঃপর মুসা তার রবের নিকট নিবেদন করল : এরাতো এক অপরাধী সম্প্রদায়।	۲۲. فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هٰتُوْا لِي قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ
২৩। আমি বলেছিলাম : তুমি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাতে বের হয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে।	۲۳. فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ
২৪। সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন এক বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।	۲۴. وَأَتْرٰكِ الْبَحْرَ رَهَوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ

২৫। তারা পশ্চাতে রেখে গেল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ,	২৫. كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
২৬। কত শস্য ক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ,	২৬. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ
২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত।	২৭. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَيَكْهِنَ
২৮। এরূপই ঘটেছিল এবং আমি এই সমুদয়ের উত্তরাধিকারী করেছিলাম ভিন্ সম্প্রদায়কে।	২৮. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ
২৯। আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি।	২৯. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ
৩০। আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে -	৩০. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ
৩১। ফির'আউনের; সেতো পরাক্রান্ত সীমা লংঘনকারীদের মধ্যে।	৩১. مِنْ فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِّنَ الْمُسْرِفِينَ
৩২। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম।	৩২. وَلَقَدْ أَحْضَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ

৩৩। এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল সুস্পষ্ট পরীক্ষা।

۳۳. وَءَاتَيْنَهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلْتَأْ مُبِينٌ

মূসা (আঃ) ও ফির'আউনের ঘটনা এবং বানী ইসরাঈলের রক্ষা পাওয়া

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ঐ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে পরীক্ষা করেছিলেন। وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ তিনি তাদের কাছে তাঁর সম্মানিত রাসূল মূসাকে (আঃ) প্রেরণ করেছিলেন। মূসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন : তোমরা বানী ইসরাঈলকে আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা। আমি আমার নাবুওয়াতের প্রমাণ হিসাবে কতকগুলি মু'জিযা নিয়ে এসেছি। যারা হিদায়াত মেনে নিবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে।

فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَعْذِبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَاكَ بِغَايَةِ مِّن رَّبِّكَ
وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ أَهْدَىٰ

সুতরাং আমাদের সাথে বানী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিওনা, আমরাতো তোমার নিকট এনেছি তোমার রবের নিকট হতে নিদর্শন। এবং শান্তি তাদের প্রতি যারা সৎ পথের অনুসরণ করে। (সূরা তাহা, ২০ : ৪৭)

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাঁর অহীর আমানাতদার করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট তাঁর বাণী পৌঁছে দিচ্ছি।

وَأَن لَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে তোমাদের মোটেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করা উচিত নয়। তাঁর বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য। অন্যত্র যেমন বলা হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০)

إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট নিদর্শন পেশ করছি।

وَإِنِّي عَذْتُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ হতে আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। অর্থাৎ এর অর্থ হল, আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হতে আমার রাক্ব ও তোমাদের রাক্ব আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি। (তাবারী ২২/২৭)

ইবন আব্বাস (রাঃ) ও আবু সালিহ (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে মৌখিক ভৎসনা করা অর্থাৎ ধিক্কার দেয়া। (তাবারী ২২/২৬) আর কাতাদাহ (রহঃ) এর অর্থ নিয়েছেন পাথর দ্বারা হত্যা করা। মুসা (আঃ) তাদেরকে আরও বললেন :

وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَرِلُونِ যদি তোমরা আমার কথা মেনে না চল, আমার উপর যদি তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে মন না চায় তাহলে কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাক এবং ঐ সময়ের জন্য প্রস্তুত থাক যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন।

অতঃপর মুসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, অন্তর খুলে তাদের মধ্যে প্রচার কাজ চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল কামনা করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন। তারপরও দেখলেন যে, দিন দিন তারা কুফরীর দিকেই এগিয়ে চলছে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্য বদ দু'আ করলেন। অন্যত্র যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ. قَالَ قَدْ أُجِيبَتِ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا

আর মুসা বলল : হে আমাদের রাক্ব! আপনি ফির'আউন ও তার প্রধানবর্গকে

দান করেছেন জাঁকজমকের সামগ্রী এবং বিভিন্ন রকমের জীবনোপকরণ। হে আমাদের রাব্ব! এর ফলে তারা আপনার পথ হতে (মানব মন্ডলীকে) বিভ্রান্ত করেছে। হে আমাদের রাব্ব! তাদের সম্পদগুলিকে নিশ্চিহ্ন করে দিন এবং তাদের অন্তরসমূহকে কঠিন করুন যাতে তারা ঈমান আনতে না পারে ঐ পর্যন্ত যতক্ষণ তারা যন্ত্রণাদায়ক আযাবকে প্রত্যক্ষ করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন : তোমাদের উভয়ের দু'আ কবুল করা হল। অতএব তোমরা দৃঢ় থাক এবং তাদের পথ অনুসরণ করনা যাদের জ্ঞান নেই। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৮৮-৮৯) অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু মূসাকে (আঃ) বলেন :

فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ তুমি আমার বান্দাদেরকে অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রাত্রিযোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। অন্যত্র যেমন বর্ণিত হয়েছে :

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ
يَبْسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

আমি অবশ্যই মূসার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছিলাম এই মর্মে, আমার বান্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিযোগে বহির্গত হও এবং তাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়ে এক শুষ্ক পথ নির্মাণ কর; পিছন হতে এসে তোমাকে ধরে ফেলা হবে এই আশংকা করনা এবং ভয়ও করনা। (সূরা তাহা, ২০ : ৭৭)

অতঃপর মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ফির'আউন তার লোক-লস্কর নিয়ে বানী ইসরাঈলকে পাকড়াও করার উদ্দেশে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। সুতরাং তিনি সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর মূসা (আঃ) ইচ্ছা করলেন যে, সমুদ্রে লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফির'আউন এবং তার লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে অহী করলেন : وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ : তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।

মহান আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্রকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া না হয় যে পর্যন্ত না শত্রুরা এক এক করে সবাই সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ে। এসে পড়লেই সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর

ফলে সবাই নিমজ্জিত হবে। رَهْوًا এর অর্থ হল শুষ্ক রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত অবস্থার উপর থাকে।

وَإِثْرُكَ الْبَحْرِ رَهْوًا সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও। অর্থাৎ এখন যেভাবে আছে ওকে ওভাবেই থাকতে দাও। (দুররুল মানসুর ৭/৪১০) মুজাহিদ (রহঃ) رَهْوًا এর অর্থ করেছেন ওর (সমুদ্রের) পথটি এখন যেমন শুকনা আছে তেমনি থাকুক। তুমি ওকে ওর পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ পানিতে পূর্ণ) ফিরে যেতে বলনা, যতক্ষণ না ফিরে আউন বাহিনীর সবাই ঐ শুষ্ক পথে প্রবেশ করে। (তাবারী ২২/৩০) ইকরিমাহ (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), ইব্ন যায়িদ (রহঃ), কা'ব আল আহবার (রহঃ), সিমাক ইব্ন হারব (রহঃ) প্রমুখও অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২২/৩০) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وَزُرُوعٍ তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবণ, কত শস্যক্ষেত্র ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত! এসব ছেড়ে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। وَمَقَامٍ كَرِيمٍ এর অর্থ হচ্ছে সুরম্য প্রাসাদসমূহ। (তাবারী ২২/৩২) মুজাহিদ (রহঃ) এবং সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন :

وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. وَنِعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَآكِهِينَ ও সুরম্য প্রাসাদ, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে ঐ জীবন যখন তারা আনন্দ উৎফুল্লতায় কাটিয়েছে, যখন যা খুশি খেতে মন চেয়েছে অথবা পরিধান করতে চেয়েছে তা পেয়েছে এবং তাদের ছিল অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা এবং মর্যাদা। এর সব কিছুই এক ভোরে আকস্মিকভাবে কেড়ে নেয়া হয়। এ পৃথিবীতেই তারা তাদের সব কিছু ফেলে চলে গেছে এবং তাদের জায়গা হয়েছে জাহান্নাম। আবাস স্থল হিসাবে ওটা কত নিকৃষ্ট!

كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ আল্লাহ তা'আলা এই সমুদয় নি'আমাতের উত্তরাধিকারী করে দেন বানী ইসরাঈলকে। অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشْرِقَ الْأَرْضِ

وَمَغْرِبَهَا الَّتِي بَدَرَكْنَا فِيهَا ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ
بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
يَعْرِشُونَ

যে জাতিকে দুর্বল ও দীনহীন ভাবা হত আমি তাদেরকে আমার কল্যাণ প্রাপ্ত রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী বানাই, আর বানী ইসরাঈল জাতি সম্পর্কে তোমার রবের শুভ ও কল্যাণময় বাণী (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ হল যেহেতু তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আর ফির'আউন ও তার সম্প্রদায়ের কীর্তিকলাপ ও উচ্চ প্রাসাদসমূহকে আমি ধ্বংসস্তুপে পরিণত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৭) এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ আকাশ ও পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি। কেননা ঐ পাপীদের এমন কোন সৎ আমলই ছিলনা যা আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা কাঁদবে বা দুঃখ-আফসোস করবে। আর যমীনেও এমন জায়গা ছিলনা যেখানে বসে তারা আল্লাহর ইবাদাত করত এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও শোক প্রকাশ করবে। অতএব এগুলি তাদের ধ্বংসের কারণে কাঁদলনা এবং দুঃখ প্রকাশ করলনা।

মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন : অবিশ্বাস, ঔদ্ধত্যতা এবং অবাধ্যতার কারণে তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন, সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) বলেন : ইব্ন আব্বাসের (রাঃ) কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল : হে আবুল আব্বাস! আল্লাহ বলেন :

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ আকাশ এবং পৃথিবীর কেহই তাদের জন্য অশ্রুপাত করেনি এবং তাদেরকে অবকাশও দেয়া হয়নি। আসমান ও পৃথিবী কি কারও জন্য কাঁদে? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ, দুনিয়াবাসীর এমন কেহ নেই যার রিয়ক বরাদ্দ হয়ে আসমানের দরযা দিয়ে নিচে নেমে না আসে এবং আমল উপরে উঠে না যায়। যখন কোন মু'মিন মারা যায় তখন ঐ দরযা বন্ধ হয়ে যায় এবং সে তার অনুপস্থিতি অনুভব করে তার জন্য কাঁদতে থাকে। সে যে জায়গায় বসে সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর যিক্রে মশগুল থাকে ঐ জায়গাও তার জন্য কাঁদতে থাকে। কিন্তু অভিশপ্ত ফির'আউন

কিংবা তার লোকেরা দুনিয়ায় কোন উত্তম আমল করে যায়নি যা আসমানের দরযা দিয়ে আল্লাহর কাছে পৌছেছে। সুতরাং আকাশ ও পৃথিবী তাদের জন্য ক্রন্দন করেন। (তাবারী ২২/৩৪) আল আউফীও (রহঃ) ইবন আব্বাস (রাঃ) থেকে প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২২/৩৫) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَٰئِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا

আমি উদ্ধার করেছিলাম বানী ইসরাঈলকে ফির'আউনের লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি হতে। নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের মধ্যে। সে বানী ইসরাঈলকে ঘৃণার পাত্র মনে করত। তাদের দ্বারা সে নিকৃষ্টতম কাজ করিয়ে নিত। সে আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

নিশ্চয়ই ফির'আউন তার দেশে পরাক্রমশালী হয়েছিল। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৪) আরও বলা হয়েছে :

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ

কিছু তারা অহঙ্কার করল; তারা ছিল উদ্ধত সম্প্রদায়। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ৪৬) এরপর আল্লাহ তা'আলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি অনুগ্রহের কথা বলেন :

وَلَقَدْ اخْتَرْنَا لَهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ

আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এর অর্থ করেছেন : ঐ যুগে যাদের সাথে বানী ইসরাঈলরা বসবাস করত তাদের উপর তিনি বানী ইসরাঈলকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তাদের সম সাময়িক লোকদের উপর তাদেরকে পছন্দ করা হয়েছিল এবং এটাই বলা হয়ে থাকে যে, প্রত্যেক যামানায় আল্লাহর পছন্দনীয় লোকদেরকে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

قَالَ يَمُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ

হে মূসা! আমি তোমাকেই লোকদের মধ্য হতে মনোনীত করেছি। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৪৪) অর্থাৎ তাঁর যুগের লোকদের উপর। যেমন মারইয়াম (আঃ)

সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপ :

وَأَصْطَفَيْنَاكَ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ

এবং বিশ্ব জগতের নারীগণের উপর তোমাকে মনোনীত করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৪২) অর্থাৎ তাঁর যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে মারইয়ামকে আল্লাহ তা'আলা শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে মারইয়ামকে (আঃ) শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা উম্মুল মু'মিনীন খাদীজা (রাঃ) মারইয়াম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা কমপক্ষে সমানতো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফির'আউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্ত মাযাহিমও (রাঃ) ছিলেন। আর আয়িশার (রাঃ) ফাযীলাত সমস্ত নারীর উপর তেমনই যেমন সুরায়্য বা ঝোলে ভিজানো রুটির ফাযীলাত অন্যান্য খাদ্যের উপর।

وَاتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর তাঁর আরও একটি অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে ঐ সব যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মু'জিযা ও কারামাত দান করেছিলেন যেগুলির মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধানকারীদের জন্য সুস্পষ্ট পরীক্ষা ছিল।

৩৪। তারা বলেই থাকে -	۳۴. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ
৩৫। আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হবনা।	۳۵. إِنَّ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ
৩৬। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।	۳۶. فَأَتُوا بِغَابِئِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
৩৭। শ্রেষ্ঠ কি তারা না তুঝা সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছিলাম, অবশ্যই	۳۷. أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ

তারা ছিল অপরাধী।

إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তাদের জন্য জবাব

এখানে আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের কিয়ামাতকে অস্বীকারকরণ এবং এর দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন। তাদের ধারণা ছিল যে, কিয়ামাত হবেনা এবং মৃত্যুর পর পুনর্জীবনও নেই। আর হাশর নশর ইত্যাদি সবই মিথ্যা। তারা এই দলীল পেশ করে যে, তাদের মাতা-পিতা মারা গেছে, তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসেনা কেন? তাই তারা বলছে :

فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে উপস্থিত কর।

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পর পুনর্জীবন লাভ এটা হবে কিয়ামাতের সময়। এর অর্থ এটা নয় যে, জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে। ঐ দিন এই যালিমরা জাহান্নামের ইন্ধন হবে। ঐ সময় উম্মাতে মুহাম্মাদী পূর্বের উম্মাতদের উপর সাক্ষী হবে এবং তাদের উপর তাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাক্ষী হবেন।

এরপর আল্লাহ তা‘আলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই পাপের কারণে এদের পূর্ববর্তীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল ঐ শাস্তিই না জানি হয়তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের ঘটনাবলী সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। তারা ছিল কাহতানের আরাব এবং এরা হল আদনানের আরাব।

সাবার হিমাঈরগণ তাদের বাদশাহকে ‘তুক্রা’ বলত, যেমন পারস্যের বাদশাহকে ‘কিসরা’, রোমের বাদশাহকে ‘সিজার’, মিসরের বাদশাহকে ‘ফির‘আউন’ এবং ইথিওপিয়ার বাদশাহকে ‘নাজ্জাসী’ বলা হত। তাদের মধ্যে একজন তুক্রা ইয়ামান হতে বের হন এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকেন। সব দেশের বাদশাহদেরকে পরাজিত করতে করতে তিনি সমরকন্দে পৌছেন এবং নিজের সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। বিরাট সেনাবাহিনী এবং অসংখ্য প্রজা তার অধীনস্থ ছিল। তিনিই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করেন। এটা স্বীকার করা হয় যে, তার যুগে তিনি মাদীনাও এসেছিলেন। সেখানের অধিবাসীদের সাথে তিনি যুদ্ধও করেন। কিন্তু জনগণ তাকে বাধা দেয়। মাদীনাবাসীরা তার সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ করত, আবার রাতে তার

মেহমানদারী করত। সুতরাং তিনি লজ্জিত হন এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দেন। সেখানের দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যারা মূসার (আঃ) সত্য দীনের উপর ছিলেন। তারা সদা-সর্বদা তাকে ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকতেন। তারা তাকে বলেন : আপনি মাদীনা ধ্বংস করতে পারেননা। কেননা এটা হল শেষ নাবীর হিজরাতের জায়গা। সুতরাং তিনি সেখান হতে ফিরে যান এবং ঐ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে করে ইয়ামানে নিয়ে যান। যখন তিনি মাক্কায় পৌঁছেন তখন বাইতুল্লাহকে ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করেন। কিন্তু ঐ দু'জন আলেম তাকে ঐ কাজ হতেও বিরত রাখেন এবং ঐ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার কথা তার সামনে তুলে ধরেন। তারা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ ঘরের ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে এ ঘরের মূল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মান প্রকাশ পাবে। ঐ বাদশাহ তুকা তাদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। এমনকি তিনি নিজেই বাইতুল্লাহর খুব সম্মান করেন, ওর তাওয়াফ করেন এবং ওর উপর গিলাফ চড়িয়ে দেন। অতঃপর তিনি সেখান হতে ইয়ামানে ফিরে যান। স্বয়ং তিনি মূসার (আঃ) ধর্মে প্রবেশ করেন এবং সমগ্র ইয়ামানে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেন। তখন পর্যন্ত ঈসার (আঃ) আবির্ভাব ঘটেনি এবং ঐ যুগের লোকদের জন্য মূসার (আঃ) ঐ সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল।

আবদুর রাযযাক (রহঃ) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তুকা নাবী ছিলেন কিনা তা আমি জানিনা। (বাগাবী ৪/১৫৪) 'আতা ইব্ন আবি রাবাহ (রহঃ) বলেন : তোমরা তুকাকে গালি দিওনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। (আবদুর রাযযাক, ৩/২০৯) এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

<p>৩৮। আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি।</p>	<p>৩৮. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِينًا</p>
<p>৩৯। আমি এ দু'টি অযথা সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।</p>	<p>৩৯. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ</p>

	وَلَيْكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
৪০। নিশ্চয়ই সকলের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তাদের বিচার দিবস -	٤٠. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ
৪১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর কোন কাজে আসবেনা এবং তারা সাহায্যও পাবেনা।	٤١. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
৪২। তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।	٤٢. إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

পৃথিবী সৃষ্টির নিপুণতা/তত্ত্ব

এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের আদল ও ইনসারফ এবং তাঁর বৃথা ও অযথা কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۖ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ

আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি, যদিও কাফিরদের ধারণা তাই। সুতরাং কাফিরদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ। (সূরা সাদ, ৩৮ : ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছে :

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং

তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবেনা? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই; সম্মানিত আরশের তিনিই রাব্ব। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১১৫-১১৬)

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا
ফাইসালার দিন অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে সঠিক ফাইসালা করবেন, কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং মু'মিনদেরকে দিবেন পুরস্কার। ঐ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর হতে পৃথক হয়ে যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে পারবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

অতঃপর যে দিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবেনা এবং একে অপরের খোঁজ খবর নিবেনা। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ১০১) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. يُبْصَرُونَ

এবং সুহৃদ সুহৃদের খোঁজ খবর নিবেনা। তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। (সূরা মা'আরিজ, ৭০ : ১০-১১)

إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। ঐ দিন কেহ কেহকেও কোন সাহায্য করবেনা এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য আসবেনা। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যার প্রতি দয়া করবেন তার কথা স্বতন্ত্র। তিনিতো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

৪৩। নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে -	٤٣. إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ
৪৪। পাপীর খাদ্য -	٤٤. طَعَامُ الْآثِمِ
৪৫। গলিত তাম্বের মত; ওটা তার উদরে ফুটতে থাকবে -	٤٥. كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ

৪৬। ফুটন্ত পানির মত।	٤٦. كَغَلَىٰ الْحَمِيمِ
৪৭। (বলা হবে) তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের মধ্যস্থলে।	٤٧. خُذُوهُ فَأَعْتَلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِيمِ
৪৮। অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও।	٤٨. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِن عَذَابِ الْحَمِيمِ
৪৯। এবং বলা হবে : আশ্বাদন কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত, অভিজাত।	٤٩. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
৫০। এটাতো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করত।	٥٠. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ

বিচার দিবসে কাফিরদের অবস্থা এবং তাদের প্রতি শাস্তির বর্ণনা

طَعَامُ اللَّائِمِ. شَجَرَةُ الزُّقُومِ. إِنَّ কিয়ামাতকে অস্বীকারকারীদের জন্য যে শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামাতকে অবিশ্বাস করে দুনিয়ায় সদা পাপ কাজে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামাতের দিন যাক্কুম গাছ খেতে দেয়া হবে। একাধিক তাফসীরকারক বলেছেন : এর দ্বারা আবু জাহলকে বুঝানো হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সেও शामिल রয়েছে, কিন্তু শুধু তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আবু দারদা (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে طَعَامُ اللَّائِمِ. شَجَرَةُ الزُّقُومِ. إِنَّ নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে

পাপীর খাদ্য। এ আয়াতটি পাঠ করে শোনান। তখন ঐ লোকটি বলল : উহা হবে ইয়াতীমদের খাদ্য। আবু দারদা (রাঃ) বলেন : না, বরং বল যে, যাক্কুম হল বদ আমলকারীদের খাবার। (তাবারী ২২/৪৩) অর্থাৎ খারাপ আমলকারীর জন্য যাক্কুম ছাড়া আর কোন খাবার থাকবেনা।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই যাক্কুমের একটা বিন্দু যদি এই যমীনের উপর পড়ে তাহলে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। (তাবারী ২২/৪৩) একটি মারফু' হাদীসেও এটা এসেছে যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

كَأَلْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلِي الْحَمِيمِ এটা হবে গলিত তাম্রের মত, এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামের রক্ষকদের বলবেন : এই কাফিরকে ধর এবং টেনে জাহান্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও। তখন ৭০ হাজার মালাক তাকে ধরার জন্য দৌড়ে আসবেন।

خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ তাকে টেনে হিঁচড়ে এবং পিছন থেকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : خُذُوهُ فَاعْتَلُوهُ এর অর্থ হচ্ছে তাকে পাকড়াও কর এবং ধাক্কা দিয়ে নিয়ে যাও سَوَاءَ الْجَحِيمِ তীব্র আগুনের মাঝখানে।

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ অতঃপর তার মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি দাও। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ

তাদের মাথার উপর ঢেলে দেয়া হবে ফুটন্ত পানি যদ্বারা উদরে যা আছে তা এবং তাদের চর্ম বিগলিত করা হবে। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ১৯-২০) ইতোপূর্বে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মালাইকা/ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। ঐ পানি শরীরের যেখানে যেখানে পৌঁছবে সেখানের হাড়কে চামড়া হতে পৃথক করে দিবে, এমনকি তাদের নাড়ি-ভূড়ি কেটে পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন! অতঃপর তাদেরকে আরও লজ্জিত করার জন্য বলা হবে :

ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ আশ্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে সম্মানিত

অভিজাত। যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর তাফসীর করেছেন : আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই সম্মানিত ও মর্যাদাবান নয়।

তারপর ঐ কাফিরদেরকে বলা হবে : تَمْتَرُونَ এটাতো ওটাই (ঐ শাস্তি), যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَاً. هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ.
أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ

যেদিন তাদেরকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের আগুনের দিকে, (বলা হবে) এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? (সূরা তূর, ৫২ : ১৩-১৫)

৫১। মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ স্থানে -	৫১. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ
৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে।	৫২. فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ
৫৩। তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা মুখোমুখী হয়ে বসবে।	৫৩. يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ
৫৪। একরূপই ঘটবে; তাদেরকে সজিনী দিব আয়ত লোচনা হ্র।	৫৪. كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِخُورٍ عَيْنٍ
৫৫। সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল মূল আনতে বলবে।	৫৫. يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ

<p>৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু আন্বাদন করবেনা। তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন -</p>	<p>৫৬. لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ</p>
<p>৫৭। তোমার রাব্ব নিজ অনুগ্রহে। এটাইতো মহা সাফল্য।</p>	<p>৫৭. فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ</p>
<p>৫৮। আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।</p>	<p>৫৮. فَإِنَّمَا يَسِّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ</p>
<p>৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, তারাওতো প্রতীক্ষমান।</p>	<p>৫৯. فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ.</p>

তাকওয়া অবলম্বনকারীগণ জান্নাতে আনন্দের সাথে বসবাস করবেন

আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা দিচ্ছেন। এ জন্যই কুরআনুল কারীমকে *مَثَانِي* (আল মাছানী) বলা হয়েছে।

دُنِيَايَ يَارَا অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামাতের দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে। সেখানে তারা মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা, শাইতান ও তার চক্রান্ত, আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদাপদ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিত ও নিরাপদ থাকবে।

কাফিরেরা فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَابِلِينَ সেখানে পাবে যাক্কুম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম পানি, পক্ষান্তরে এই জান্নাতীরা লাভ করবে সুখময় জান্নাত এবং প্রবাহমান নদী ও প্রস্রবণ। তারা

আরও পাবে মিহি ও পুরু রেশমী বস্ত্র এবং তারা বসে থাকবে মুখোমুখী হয়ে।
কারও দিকে কারও পিঠ হবেনা, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী হবে।

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ এই দানের সাথে সাথে তারা আয়ত লোচনা
হ্র লাভ করবে, যাদেরকে ইতোপূর্বে কোন মানব অথবা দানব স্পর্শ করেনি।

لَمْ يَطْمِئِنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ

সেই সবার মাঝে রয়েছে বহু আনতনয়না, যাদেরকে পূর্বে কোন মানুষ অথবা
জিন স্পর্শ করেনি। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৫৬)

كَانُنَّ أَلْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ

তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ। (সূরা আর রাহমান, ৫৫ : ৫৮)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ

উত্তম কাজের জন্য উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কি হতে পারে? (সূরা আর
রাহমান, ৫৫ : ৬০) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফল-মূল
আনতে বলবে। তারা যা চাবে তাই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়া মাত্রই তাদের
কাছে তা হাযির হবে। ওগুলি শেষ হওয়ার বা কমে যাওয়ার কোন ভয়
থাকবেনা। মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে
আর মৃত্যু আশ্বাদন করবেনা। ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ
করা হয়েছে। অর্থাৎ তারা জান্নাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবেনা। সহীহ বুখারী ও
সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :
মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনা হবে, অতঃপর
ওকে যবাহ করা হবে। তারপর ঘোষণা করা হবে : হে জান্নাতবাসীরা! এটা
তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান, আর কখনও মৃত্যু হবেনা। আর হে
জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের জন্যও এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান। কখনও আর
তোমাদের মৃত্যু হবেনা। (ফাতহুল বারী ৮/২৮২, মুসলিম ৪/২১৮৮) সূরা
মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

আবদুর রাহমান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আবু সাঈদ (রহঃ) এবং আবু হুরাইরাহ

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবে : তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনও রোগাক্রান্ত হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মৃত্যু বরণ করবেনা। সদা নি‘আমাত লাভ করতে থাকবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা যুবক থাকবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা। (মুসলিম ৪/২১৮২)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে সে নি‘আমাত লাভ করবে, কখনও নিরাশ হবেনা। সদা জীবিত থাকবে, কখনও মরবেনা। সেখানে তার কাপড় পুরাতন হবেনা এবং তার যৌবন নষ্ট হবেনা। (তাবারানী ৪৮৯৫)

وَوَفَّاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ এই আরাম, শান্তি এবং নি‘আমাতের সাথে সাথে আরও বড় নি‘আমাতও রয়েছে যে, তাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এ জন্যই এর সাথে সাথেই আল্লাহ সুবহানাহ বলেন :

عَظِيمُ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ এটা শুধু আল্লাহ তা‘আলার অনুগ্রহ ও দয়া, এটাইতো মহাসাফল্য। সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা যথাসাধ্য আমল করতে থাক এবং মেহনত করতে থাক এবং বিশ্বাস রেখ যে, কারও আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা। জনগণ জিজ্ঞেস করল : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার আমলও কি? উত্তরে তিনি বললেন : হ্যাঁ, আমার আমলও আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেনা যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ হয়। (ফাতহুল বারী ১১/৩০০, মুসলিম ৪/২১৭০) মহান আল্লাহ বলেন :

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (হে নাবী)! আমি তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা কুরআনুল কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং উজ্জ্বল রূপে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার এবং মাধুর্যপূর্ণ, যাতে লোকদের সহজে বোধগম্য হয়। এতদসত্ত্বেও লোকেরা এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে

বলছেন : مُرْتَقِبُونَ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে দাও : তোমরাও অপেক্ষা কর এবং আমিও অপেক্ষমান রয়েছি। আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কার প্রতি সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে দুনিয়া ও আখিরাত লাভ করে তা তোমরা সত্বরই দেখতে পাবে। ভাবার্থ হচ্ছে : হে নাবী! তুমি এ বিশ্বাস রেখ যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে। আমার নীতি এই যে, আমি আমার নাবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত করে থাকি। যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي

আল্লাহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, আমি এবং আমার রাসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। (সূরা মুযাদালাহ, ৫৮ : ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে :

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهُدُ. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মু'মিনদেরকে সাহায্য করব পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে, যেদিন যালিমদের কোনো ওয়র আপত্তি কোন কাজে আসবেনা, তাদের জন্য রয়েছে লা'নত এবং নিকৃষ্ট আবাস। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৫১-৫২)

সূরা দুখান এর তাফসীর সমাপ্ত।